গ্রন্থকার

প্রহসন

THE AUTHOR.

A FARCE.

কলিকাতা

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র

১৮৭৫ ।

মূল্য চারি আনা মাত্র ।

[PRI]NTED and Published By Mathuranath Chatterjee
14 Goa Bagan Street, Calcutta.

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ।

কালাচাঁদ	......	......	গ্রন্থকার
রামশঙ্কর	......	......	বন্ধু
নসীরাম	......	......	ঐ
পদ্মলোচন	....	.....	ডেপুটী ইন্সপেক্টর

বিচারক, সরকারী উকীল, দর্শকগণ, কতিপয় গ্রন্থকার, আড়দালী প্রভৃতি।

স্ত্রী।

মাতা	......	....	কালাচাঁদের মাতা
কমলিনী	......	......	ঐ স্ত্রী

গ্রন্থকার।

প্রহসন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কালাচাঁদের বসিবার ঘর।

রামশঙ্করের প্রবেশ।

রাম। কালাচাঁদ গেলো কোথা? এ কি?—টেবিলের উপরে অনেক কেতাব পড়ে রয়েছে দেখ্‌ছি! দেখি—এ কেতাব খানি কি?—প্রণয় পরীক্ষা! এ খানি কি?—লীলাবতী! এ খানি কি?—সধবার একাদশী! কেবলই নাটক আর প্রহসন। কালাচাঁদ কি গ্রন্থ লিখ্‌তে আরম্ভ করেছে? তায় আবার নাটক লেখা! মরেছে রে,—বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। নতুবা এমন পাগ্‌লামী করে! আজ কাল গ্রন্থকারের জ্বালায় অস্থির হওয়া গিয়েছে।—অন্যমনস্ক হয়ে যদি রাস্তায় চলা যায়, তবে কত গ্রন্থকারের ঘাড়ে পা পড়ে, তার

ঠিকানা নাই। এই যে—কাপি তয়ের হয়েছে দেখ্ছি। কালাচাঁদ আবার গ্রন্থকার হলো! দেখি গ্রন্থখানির কি নাম হয়েছে! বাঃ—বেশ নাম হয়েছে। "মেয়ে মানুষের মাথায় টিকি।" হাঃ—হাঃ—হাঃ। ভায়ার রসিকতায় বলিহারি যাই। ঐ বুঝি আস্ছে—পায়ের শব্দ হচ্যে যে। একটু সাবধান হই—যেন কিছুই দেখ্তে পাই নাই। (পরিক্রমণ)

কালাচাঁদের প্রবেশ।

কালা। কে হে রামশঙ্কর যে! কতক্ষণ এসেছ। (পুস্তক অপসারণ)

রাম। এই মাত্র এসেছি। তুমি যে কেবল নাটক পড়্তেই আরম্ভ করেছ ভাই।

কালা। তা নয়—তা নয়—তবে কি তা জান, কোন রকমে সময় কাটানো চাই তো! পড়া শুনোয় মন বেশ প্রফুল্ল থাকে, এই আর কি—অন্য কিছু নয়।

রাম। তা সত্য, কিন্তু ভাই, কেতাব পড়ে মন প্রফুল্ল থাকে, আবার সময় কাটে, বাঙ্গালা ভাষায় এমন কেতাব খুব কম আছে। ও খাতা খানি কিসের হে?

কালা। তুমিও যেমন, ও কিছুই নয়।

রাম। কিছু নয়, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।

কালা। আমার মিথ্যা কথা বল্বার প্রয়োজন কি? ও সেই স্কুলে পড়্বের সময়ের খাতা। পণ্ডিত মহা-

শয় যে সব অনুবাদ কত্যে দিতেন,—সেই গুলি এই খাতায় লিখে রাখ্‌তাম।

রাম। সে খাতা এমন পরিষ্কার থাকৃবে কেন? দেখি—খাতা খানি দেখি।

কালা। এর আবার দেখ্‌বে কি?

রাম। তবু দেখি না। (হস্ত হইতে সজোরে গ্রহণ।)

কালা। খাতা পড়ো যদি তবে বড় দিব্য। আমার অনেক গোপনীয় কথা ও খাতায় লেখা আছে।

রাম। তোমার গোপনীয় কথা তো এই,—"মেয়ে মানুষের মাথায় টিকি।" এটী যদি ভাই গোপনীয় কথা হয়, তবে অবশ্যই তোমার প্রেয়সীর মাথায় টিকি আছে। তা না হলে, এত দেশের কথা থাকৃতে তুমি এই কথাটী খাতায় লিখে রেখেছ! ভাই—তবে তোমার ব্রাহ্মণী অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়! হবিষ্য করে থাকেন—নস্য ব্যবহার করেন, সুতরাং গংগা স্নান বারো মাসই হয়ে থাকে। ভাল ভাল,—বেশ কালাচাঁদ। একি—আবার প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক,—এ কি নাটক লেখা হচ্যে?

কালা। না না—তুমি কি খেপেছ।—আমি আবার বই লিখ্‌বো! তুমিও যেমন ভাই।

রাম। আর বই লিখ্‌বো!—লিখে ফেলেছ—তা স্বীকার কত্যে দোষ কি?

কালা। ওকে তো আর গ্রন্থ লেখা বলে না,—হয় কি না হয়, তাই একবার চেষ্টা করে দেখ্‌ছিলাম।

রাম। তার কি চেষ্টা এই রকম করে কত্তে হয়! তুমি ঝুড়ি খানেক কেতাব খুলে বসেছ—মৎলব, কেবল নকল কর্‌বে। তার কি কর্ম্ম রে ভাই!

কালা। আচ্ছা ভাই, তবে একটী কথা না বলে থাক্‌তে পারি নে। তরজমা আর নকল ভিন্ন অন্য গতি তো প্রায় কোন গ্রন্থকারেরই দেখ্‌তে পাই নে।

রাম। অনুবাদ করা আমি নিতান্ত মন্দ বল্‌তে পারি নে। বাঙ্গালা ভাষার এখন শৈশব কাল, এ সময় অনুবাদ দ্বারা ভাষার পুষ্টিসাধনকে মন্দ কার্য্য বলে গণনা কত্তে পারি নে। কিন্তু নকল করা অপেক্ষা নীচ প্রবৃত্তি আর নাই। যদিও সেইরূপ গ্রন্থকারের ভাগ অধিক বটে, কিন্তু তার সংখ্যা যাতে দিন দিন হ্রাস হয়, সেই রূপ করাই উচিত। নকলনবিস গ্রন্থকারকে উৎসাহ দেওয়া মহাপাপ, তার সন্দেহ নাই।

কালা। তা বল্যে কি হয়! এখনকার অধিকাংশ গ্রন্থকারই নকলনবিস্। আমরাই কি চোর দায় ধরা পড়েছি!

রাম। গ্রন্থকার হতে তোমার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়েছে। যে নিষেধ কর্‌বে, সেই তোমার অপ্রিয় হবে। তোমার ভালর জন্য বল্যেও তুমি শুন্‌বে না। কিন্তু তুমি যে জনসমাজে ঘৃণিত হও, ইহাও আমাদের পক্ষে বড়

দুঃখের বিষয়। তা ভাই, বারণ কল্যেম, শুন্‌লে না, তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।

[প্রস্থান।

কালা। গ্রন্থ লেখা তো আজ কাল ভারি সহজ হয়ে পড়েছে। মনে কল্যেই গ্রন্থ লেখা যায়। সতেরো জায়গা হতে নকল কল্যে কার বাপের সাধ্য টের পায়! ডুব্ দিয়ে জল খেলে শিবের বাবাও জান্তে পান না। কখন্ কোন্ কেতাবে কে কি পড়ে থাকে, তা কি কেহ মনে ঠিক করে রাখে? রামশঙ্কর রাগ কল্যেন, তবেই একবারে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল! হিংসুক,— নিজের লিখ্‌বার ক্ষমতা নাই, পরে লিখ্‌বে, তা দেখেও চোক্ টাটাবে: এ তো মন্দ বিপদ নয়! রাগ কল্যেন তো বড় বয়েই গেল! আমি এখন একটু নিশ্চিন্ত হয়ে লিখি। (নিবিষ্ট মনে লিখনারম্ভ) বাঃ—এ কবিতাটী বেশ হয়েছে। আসলের অপেক্ষাও নকল মিষ্ট হয়েছে;—

গাছের আম্র মিষ্ট কি হৈত,
কাকের ঠোকা না যদি রৈত।

বাঃ—আবার এটীও নিতান্ত মন্দ হয় নাই;—

কটিতটে কিঙ্কিনী গলদেশে হার,
বলিহারী যাই আহা সাবাস বাহার।

লিখ্‌তে লিখ্‌তেই মরে, আর তাইরে নারে নারে।

কমলিনীর প্রবেশ।

আস্‌তে আজ্ঞা হোক।

কম। পোড়ার দশা আর কি। মা কত বক্‌চেন। ভাত শুকিয়ে গেল যে! বসে বসে কি হয় তার ঠিকানা নাই।

কালা। বেশ মনোযোগ দিয়ে বসে লিখ্‌ছিলাম, তোমার মলের শব্দ পেয়েছি, আর সব তাল ফস্‌কে হয়ে গিয়েছে। মলের শব্দের ন্যায় মোহিনী শক্তি জগতে অতি কম। আর স্ত্রীলোকের তো কথাই নাই। বিশেষতঃ আমার ন্যায় কবিদের নিকট স্ত্রীলোকের মোহিনী শক্তি সর্ব্বদা দেদীপ্যমান।

কম। আর তোমার ব্যাখ্যানা কত্যে হবে না। শীঘ্র এসো—মা বক্‌চেন।

কালা। মা দিন কতক যা বকে নিতে পারেন,—নেন্। দিন কতক পরে আর তাঁর বক্‌বের ক্ষমতা হবে না।

কম। কেন?

কালা। আর কেন আবার কি? আমি যে গ্রন্থকার হতে চলেছি। তখন যে বড় লোক হব।

কম। কি কেতাব লিখ্‌ছ?

কালা। পড়্‌লেই জান্তে পার্‌বে।

কম। আচ্ছা একবার দেখি।

কালা। এখন নয়, ছাপা হলেই দেখ্‌তে পাবে। এখন চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

মাতার প্রবেশ।

মাতা। কি ছাই ভস্ম বসে বসে লেখে তার কিছুই ঠিকানা নাই। সময়ে নাওয়া নাই—সময়ে খাওয়া নাই,—এখন কোন ব্যামো না করে বস্‌লেই বাঁচি।

কালাচাঁদের প্রবেশ।

কালা। কি হয়েছে, এত বক্‌ছ কেন?

মাতা। বকি কি সাধ করে? না বুঝ্‌তে পেরেই বকি। পিত্তি পড়িয়ে শেষে কি কোন ব্যামো করে বস্‌বি!

কালা। যে কাজে মেতেছি, তায় ব্যামো হয় না। উৎসাহে, মনের আনন্দে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকি।

মাতা। এত আনন্দ কেন বাবা!

কালা। আমি যে অমর হতে চলেছি। তখন বল্‌বে সার্থক কালাচাঁদকে গর্ভে ধারণ করেছিলাম। তখন লোকে তোমাকে সোনাকুঁকী বলে কত আদর কর্‌বে!

মাতা। কি হবে বাবা। আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাল্যেম্‌না।

কালা। অথর—অথর, বাঙ্গালায় যাকে গ্রন্থকার বলে।

মাতা। গেন্তকার! ওমা—সে কি?

কালা। তাও বুঝ্‌তে পাল্যে না ছাই!—যারা কেতাব লেখে তাদের নাম গ্রন্থকার।

মাতা। কত্তারাও তো বসে বসে কত পুঁথি লিখ্‌তেন।

কালা। ওরে বেটী—সে সত্যপীরের পুঁথি! তার কর্ম্ম নয়। এখন কি কেহ সে পুঁথি ছোঁয়! এখনকার লোকের রুচি স্বতন্ত্র। এখন চায় কি?—সাহিত্য, কাব্য, ভূগোল, ইতিহাস, নাটক। তখন কি আর এ সব ছিল, না গ্রন্থকারের এত আদর ছিল! এই যে গ্রন্থ রচনা করেছি, ছাপা হলেই লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণরের কাছে নিমন্ত্রণ হবে।

মাতা। ন্যাটাপ্যাটাং না কি বল্যে বাবা! আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাল্যেম না।

কালা। সে কালে কি এ সব ছিল যে বুঝ্‌তে পার্‌বে! ন্যাটাপ্যাটাং নয়—লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণর;—কি না লাট সাহেব।

মাতা। নাট সাহেবের বাড়ী নেমন্তন্ন! জাত খোয়াতে যাবি না কি!

কালা। আরে বেটী খাবার নিমন্ত্রণ নয়। আমাদের সঙ্গে আলাপ কর্‌বার জন্য লাট সাহেব লালাইত হবেন।

আমরা গেলে স্বয়ং চেয়ার এগিয়ে দেবেন, ছেলাম আল্‌কী কর্‌বেন, আর বল্‌বেন,—"আপনারা বাঙ্গালা ভাষার মা বাপ, আপনারা মাতৃভাষার মুখ উজ্জ্বল কর্‌বেন, আপনাদের দ্বারা দেশের কত উপকারের সম্ভাবনা, তা বলে শেষ করা যায় না। আপনাদের মস্তক চালনায় যা কিছু বার্ হচ্যে, তাতেই দেশের যথেষ্ট উপকার। প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠে আপনারা একটু চিরেতার জল পান কর্‌বেন, মাখন মিছ্‌রী খাবেন, মাথায় একটু একটু বরফ দেবেন। সর্ব্বদা যাতে রক্ত ঠাণ্ডা থাকে, তা কর্‌বেন। আপনাদের উপর দেশের অনেক ভার পড়ে আছে, আপনারা সে সকল না কল্যে আর কে করবে! বঙ্গ ভাষার প্রতি আর কে স্নেহ চক্ষে চাইবে? আপনারাই বঙ্গদেশের শিরোভূষণ।" লাট সাহেব এই সকল কথা বলে আমাদের ভারি প্রশংসা কর্‌বেন। আর অমনি আমরা বড় লোক হয়ে যাব। অহঙ্কারে গা দোলাতে থাকবো। পৃথিবীকে সরা খানির মত দেখ্‌বো। সকল কাজে গিয়ে মুড়ুলী করে মধ্যস্থ হব। আমাদের তখন আর কে পাবে। আমরা চিটি দিলে তখন কত লোকের ডেপুটী মেজষ্টরী কর্ম্ম হবে।

মাতা। হোক্ হোক্—বাবা তোমার খুব হোক, তুমি ধনে পুতে লক্ষ্মীশ্বর হও। চল—ভাত শুকিয়ে গেল।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

কালাচাঁদ ও নসীরামের প্রবেশ।

নসী। দিব্য করেছি যে আর কেতাব লিখ্‌বো না। যদি লিখি—তো স্কুলের ব্যবহার যোগ্য কেতাব আর লিখ্‌বো না।

কালা। কেন—হয়েছে কি ?

নসী। আর হবে কি ভাই। না চল্যে তো আর পয়সা হবেনা। নাটক ফাটক লিখ্‌লে টেনে হেঁছ্‌ড়ে দুখান দশখান বিক্রী হয়ে ক্রমে নমাস ছমাসে ছাপার দাম্‌টা উঠ্‌লেও উঠ্‌তে পারে। স্কুলের কেতাবে তো আর সে রকম হবার যো নাই। স্কুলে না ধরালেই সব মাটী।

কালা। ভাল হলেই স্কুলে ধরায়।

নসী। ভাল মন্দ বিচার থাক্‌লে তো বাঁচতাম। তা কৈ—সবই ডেপুটী ইন্সপেক্টর মহাশয়দের হাত। তাঁদের নিজের নিজের বই চল্‌বে। তার পর তাঁদের ভাই আছেন, ভগ্নীপতি আছেন, তোমার ভাল করুন, সম্বন্ধী আছেন। তার পরে এসে পলেন আত্মীয়বর্গ। তবে আর আমরা কল্‌কে পাই কেমন করে? যদি খোষামোদ কত্যে পাত্যেম, তবে এক আধ্‌খানা বই

চালাতে পারা যেতো। কিন্তু তা কোন ক্রমেই আমা হতে হবে না। তোষামোদ আমার চক্ষের বিষ। তোষা-মোদীকে আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি।

কালা। তা বল্যে কি ভাই আজ কাল কাজ চলে? এখন খোষামোদ ভিন্ন কথা নাই। খোষামোদ কত্যে না পাল্যে কোন কাজই সিদ্ধ হয় না।

নসী। ওহে ভাই তুমি জান না; জান্‌লে কখ-নই এ কথা বল্‌তে না। ডেপুটী ইন্সপেক্টর বাবুদের যে প্রকার খোষামোদ কত্যে হয়, তা যদি কখনো চক্ষে দেখ্‌তে, তবেই আমার কথা সত্য মিথ্যা অনুভব কত্যে পাত্যে, দেখ নাই তা বুঝ্‌বে কি? দেবতার নিকট যদি তেমন তদ্গত চিত্তে আরাধনা করা যায়, তবে তিনিও বরপ্রদ হন।

কালা। বটে—এত দূর!

নসী। তা না হলে আর বল্‌চি কি মাতা মুণ্ডু! আবার তার উপর এক ভারি কারখানা হয়েছে।

কালা। যদিও দুই এক জন মাষ্টার টাষ্টারকে ধরে দুই এক কাপি কাটাবার যোগাড় হতো, সে গুড়েও বালী পড়েছে।

কালা। কেমন?

নসী। সব স্কুলের যে যে কেলাশে যে যে বই পড়া হবে, তা ইন্সপেক্টর আপিস হতে স্থির হয়। তার এক এক ফর্দ্দ সব স্কুলে প্রেরিত হয়। সেই ফর্দ্দে যে যে

কেতাবের উল্লেখ থাকে, সেই সেই কেতাব ভিন্ন অন্য কেতাব পড়ানো একবারে নিষেধ হয়েছে।

কালা। যদি কোন শিক্ষক সে কেতাব না পড়ান, তবে কি হবে?

নসী। আরে তা কি কখনো হতে পারে? শিক্ষক মহাশয় চাকরীর প্রত্যাশা রাখেন তো! ইন্সপেক্টর আপাসের হুকুম রদ করা কি স্কুল মাষ্টারের কর্ম্ম!

কালা। যদিই বা এমন ঘটে।

নসী। তবে মাষ্টার মহাশয়কে অর্দ্ধচন্দ্র গ্রহণ কত্ত্যে হয়। কিন্তু আরও বোধ হয় যে অতি শীঘ্রই ব্যবস্থাপক সভা হতে এমন এক আইনের প্রার্থনা করা হবে, যে কোন শিক্ষকের আর অন্য কেতাব পড়াতে সাহস হবে না। বিশ বেত কি তিন মাস হরিংবাড়ী এই রকম কিছু দণ্ডের আইন হবেই হবে।

কালা। তবে তো বড় মস্কিল!

নসী। মস্কিলের উপর আর এক মস্কিল উপস্থিত।

কালা। গোদের উপর বিষ ফোড়া? সে কেমন?

নসী। সাহেবরাও আবার বাঙ্গালা কেতাব লিখ্‌তে ধরেছেন।

কালা। সাহেবী বাঙ্গালা চলন হবে বুঝি।

নসী। তাঁরা নিজে লিখ্‌ছেন না। অনুবাদ করিয়ে নিচ্চেন।

কালা। কোন্ কেতাব হতে অনুবাদ করাচ্চেন?

নসী। কেহ কেহ আপন আপন কেতাব হতে, কেহ বা অপরের কেতাব হতে অনুবাদ করাচ্যেন।

কালা। অনুবাদ কচ্যে কারা?

নসী। সেরূপ উনুপাঁজুরে বরাখুরে লোকের অভাব নাই। এই যে বি. এ., এম. এ. মহাশয়রা আছেন, ইহাঁদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। এরূপ নীচ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিশ্রম বিক্রয় কর্‌তে একবারে হাউই।

কালা। খেতে পায় না,—করে কি?

নসী। এরূপ নীচ প্রবৃত্তি দ্বারা আহার সঞ্চয় করা অপেক্ষা উপবাস সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। ঘোড়ার ঘাস কাটুক্‌ গে না, সেও যে ভাল। নিজের লিখ্‌বের ক্ষমতা থাকে, ভাল ভাল কেতাব লেখ্‌, টাকাগুলি যাতে দেশে থাকে তার চেষ্টা কর্‌, ব্যাটারা বুঝে না,——সব যে সাগর পারে চল্যো।

কালা। বলো কি?

নসী। আর বল্‌বো কি ভাই। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থকার বড় উৎপাত আরম্ভ করেছে।

লালা। কি রকম?

নসী। নোট বুক লেখক। অনেক বড় লোক এর মধ্যে আছেন। আর ভাই বর্ণ পরিচয়, শিশুশিক্ষার মানের কেতাব দেখ্‌লে গায় জ্বর আসে।

কালা। বেশ—বেশ! তুমি এত খবরও রাখো হে!

তা হলে তোমার মতে এখন স্কুল বই লেখা অপেক্ষা অন্যান্য শকের বই লেখা ভাল।

নসী। ভালই তো।

কালা। আমি তো এক খানি নাটক লিখ্‌তে আরম্ভ করেছি।

নসী। বেশ করেছ। চট্‌ করে বড় লোক হতে পার্‌বে। কোথায় ছাপা হচ্যে?

কালা। যোগজীবন যন্ত্রে।

নসী। কত করে ফর্ম্মার দাম চুকেছে।

কালা। তায় খুব সুবিধা হয়েছে। ২৸৵ দুই টাকা চৌদ্দ আনা মাত্র। ছাপা শেষ হওয়ার এক মাস পরে টাকা।

নসী। বাঃ—ভারি সুবিধা করেছ তো! বটতলা অঞ্চলে বুঝি?

কালা। আরে ভাই এখন সব ছাপাখানাই প্রায় ঐ রকম। গোটা দুচ্চার ছাপাখানা বাদ সব জায়গাই সমান। সে দিন দেখি, সাহিত্য দর্পণ যন্ত্রে নাগরী অক্ষরে রয়েল ফর্ম্মা ৫৲ পাঁচ টাকায় দুই হাজার কাপি ছাপা হচ্যে।

নসী। ছাপাখানার কথা আর বলোনা। মুদীখানা অপেক্ষাও বেশি। কত দূর ছাপা হলো।

কালা। শেষ হয়ে এলো প্রায়।

নসী। আচ্ছা ভাই এখন যাওয়া যাক্। কেতাব ছাপা হলে যেন এক খানি পাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

কালাচাঁদের শয়নাগার।

কমলিনীর প্রবেশ।

কম। (স্বগত) ও যাঃ—প্রদীপ নিবে গিয়েছে যে। যাই একটী সল্‌তে জ্বেলে নিয়ে আসি। (প্রস্থান ও দীপ লইয়া পুনঃ প্রবেশ) এই সময় পানগুলো সেজে রাখি। কখন যে আস্‌বেন, তার কিছুই ঠিকানা নাই। হয় তো সেই ছাপাখানায় গিয়ে বসে আছেন। কি যে এক কেতাব ছাপানো হচ্যে, সারা দিন তাই নিয়েই আছেন। নাওয়া খাওয়া হরে গিয়েছে। সেবার আমার মামাতো ভাই এক খান কেতাব ছাপিয়েছিলেন। কেতাব দিব্যি হয়েছিল, কিন্তু এক খানও বিক্রী হলো না। মাইনের টাকা থেকে শেষে ছাপার খরচ দিলেন। এ কেতাব ছাপার টাকা কোথা থেকে যোগাড়

হবে, আমি তাই ভাব্ছি। ভেঙ্গেও তো কিছু বলেন না। পেটের কথাটী কেহ টের পাবার যো নেই। চাকরী বাকুরীর চেষ্টা করবেন না। মার কাছে যা কিছু ছিল, তা ক্রমে ক্রমে শেষ হলো। আসুন আজ,—দুই এক কথা বুঝিয়ে বলে দেখ্বো। ঐ বুঝি আস্চেন। দেখ দেখি—কত রাত্তির হয়েছে, এখনো জলটুকু পর্য্যন্ত খান নি।

কালাচাঁদের প্রবেশ।

কালা। আমার হৃদয় শশি ঘর আলো করে বসে রয়েছ?

কম। রয়েছি,—আমাকে এত ঠাট্টা কেন?

কালা। এর নাম বুঝি ঠাট্টা! রসিকতা।

কম। সকল সময়েই কি রসিকতা কত্তে হয়? সময় অসময় নাই।

কালা। কবির মুখে রসিকতা সর্ব্বদাই লেগে থাকে। সুরসিক কবি না হলে কি নাটক লিখ্তে পাত্যেম!

কম। কেতাব ছাপা কি শেষ হয়েছে?

কালা। আর দুই এক দিনের মধ্যেই হবে। যে আড়ে হাতে লেগেছি।

কম। ছাপার টাকার কি হবে?

কালা। ছাপার টাকা কি ঘর থেকে দিতে হবে যাদুমণি! ছাপার টাকার আবার ভাব্না। কেতাব

ছাপা হলেই পটাপট বিক্রী হতে থাকবে। এক মাসের মধ্যে ছাপার টাকা তো শোধ হয়ে যাবেই যাবে, হয় তো বিলক্ষণ দশ টাকা লাভও হবে।

কম। তোমার খুব লাভ হোক্। কিন্তু আমি একটী কথা বলি—আমার মাতা খাও রাগ করো না।

কালা। অনুরাগের অনু কি ত্যাগ করা যায়, যে তোমার উপর রাগ হবে! তোমার উপর আমার রাগ, এ কি কখনো সম্ভব হয়!

কম। সব তাতেই রসিকতা!

কালা। কবির মুখ,—আমার দোষ কি বলো। এখন কি বল্‌বে, বলো। তোমার চন্দ্র বদন বিনির্গত বাক্য সুধা পান করি।

কম। আবার রসিকতা?

কালা। কবির মুখ। "রবেঃ কবেঃ কিং" কবির কাছে রবি কোথায় লাগেন্?

কম। তবে কবির কি এত রদ্দুর!

কালা। তুমি আমার স্ত্রী হয়ে কবিতা রসে বঞ্চিত, এ বড় দুঃখের বিষয়।

কম। তবে না হয় বেশ দেখে একটী কবিনী এনে ঘর কন্না কর, আমি বাপের বাড়ী চলে যাই।

কালা। অমনি বুঝি রাগ হলো। আমি কবিনী এনে ঘর কন্না কত্তে ইচ্ছা করি না। আমার ইচ্ছা এই যে তুমি কবিতা রস-গ্রাহিণী হও।

কম। তা আমি হতে পারি—কিন্তু তুমি উপদেশ না দিলে তো আর হয় না।

কালা। কবি হওয়া, কাব্য লেখা, নাটক লেখা—এ সব সহজ কাজ। কতকগুলো বই পড়্‌লেই হয়।

কম। আমি তো অনেক কেতাব পড়েছি।

কালা। সে রকম পড়ার কর্ম্ম নয়।

কম। কি রকম?

কালা। যেখানে পড়্‌তে পড়্‌তে ভাল লাগে, সে সব মুখস্থ করে রাখ্‌তে হয়। আর খাতা করে তাতেই লিখে রাখ্‌লে চলে। আর গল্প কত্তে কত্তে যদি কেহ কোন মিষ্ট কথা বলে, অমনি তা নোটবুকে লিখে রাখ্‌তে হবে। সেই সকল গত্‌ সময়বিশেষে ছাড়্‌তে পাল্যেই কবিত্ব প্রকাশ হলো। আমি যখন যা পড়েছি, সব নোটবুকে টুক্‌ক করেছি। এখন যা মনে করি, তাই আমি লিখ্‌তে পারি। অমিত্রাক্ষর ছন্দ মুখে মুখে বলে যেতে পারি।

কম। যা মাইকেল লিখে এত সুখ্যাতি পেয়েছেন, তা তুমি মুখে মুখে বল্‌তে পার?

কালা। পারি—বিষয় ফরমাইস্‌ কর।

কম। আচ্ছা—পূর্ণিমার রাত্রি বর্ণনা কর দেখি।

কালা। এ তো অতি সহজ। শুনো;—

আহা কিবা শশধর, সুগোল গগনে,
ভাঙ্গা চুরা, টোল টাল, নাহি কোন দিকে।

মধ্যস্থানে করি কেন্দ্র, তাহে বাঁধি সুতা,
যদি টানি চারি দিকে, মিলিবে রেখায়।
হায় রে যেমতি, স্বর্ণ থাল অভ্রদেশে!
পুলকিত মন লোকে পাইয়া আলোক।
ফুট্ ফুট্ জ্যোৎস্না রাজি, কি কহিব হায়,
এমন না দেখি কভু, স্বদেশে, বিদেশে,
সুরলোকে, নাগলোকে, গন্ধর্ব্বলোকেতে,
না বুঝিতে পারি কিবা, হায়রে দুর্ম্মতি!

এ যে কবির মুখ, যা কল্যেই কবিতা। আগে নাটক খানি ছাপা হোক্,—তবে এসব কথা হবে। এখন কি বল্‌ছিলে বল দেখি।

কম। বলি কি,—একটী চাকুরী বাকুরীর চেষ্টা কল্যে ভাল হয় না?

কালা। চাকুরী! পরাধীনতা! প্রয়োজন!

কম। প্রয়োজন নয় কেন?

কালা। গ্রন্থকার হয়েছি,—এখন কেবল গ্রন্থ লিখ্‌বো,—দেদার বিক্রী হবে, আর আমার পয়সার অভাব থাকবে না। এমন সুবিধা থাকতে আমি চাকুরী কত্তে যাব? চাকরীর দুর্দ্দশা তো জান না? সে দিন কোন আপীসে এক দপ্তরী গিরি কাজ খালি হয়, তার বেতন ১২ বারো টাকা। সেই কর্ম্মের জন্য ২১৭ জন বি. এ., আর ৯১ জন এম. এ., উমেদার জুটেছিল।

এই তো চাকুরীর দশা! কেতাব লেখার কাছে কি কিছু লাগে?

কম। বিক্রী হবে তো?

কালা। হবেই হবে।

কম। দেখ—শেষে যেন ছাপার টাকার জন্য ব্যতিব্যস্ত না হতে হয়।

কালা। সে জন্য কোন চিন্তা নাই। ফি কেতাব ১৲ এক টাকা করে বিক্রী হবে, হাজার কাপি তিন মাসের মধ্যে কেটে যাবে। ছাপার দামও হবে, সেই সঙ্গে যথেষ্ট লাভও হবে।

কম। তাই হোক্—তোমাকে বলে কিছু হবে না। এখন খাওয়া দাওয়া কর।

[উভয়ের প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কালাচাঁদের বসিবার ঘর

কালাচাঁদ আসীন।

কালা। সংবাদ পত্রের সম্পাদকেরা কি গণক! কোন্ কেতাবের কোথায় কি আছে তা কি তারা গণনা করে জান্তে পারে? কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই তো "স্বদেশ দর্শন" এসেছেন। চমৎকার সমালোচন করে-ছেন আর কি! বিদ্যার দৌড় কত?—বেন রেলওয়ে। এই তো "প্রাচীন দর্শন" উপস্থিত, ভারি বিদ্যা ছর্‌কট করেছেন দেখ্ছি। মূর্খতম! "বিধূদয়ে" বরং একটু ভাল লিখেছে, আবার "পরিষ্কারকে" মাথা খেয়ে দিয়েছে। আর আর মহাত্মারা কি করেন, তা বল্তে পারি না। (চিন্তা)

রামশঙ্করের প্রবেশ।

রাম। কি ভায়া—বসে ভাব্ছ কি? তখনই তো বলেছিলাম, এমন কাজ কর না। সমালোচনাগুলি পড়েছ?

কালা। কেন,—বিধূদয় ত বেশ লিখেছে।

রাম। বিধূদয়ের কথা ছেড়ে দেও। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্পাদক হলে পরে কি রীতিমত রিবিউ হতে পারে!

তা মনেও করো না। তিনি সোজাসুজি লেখেই ইতি করেন। কতকগুলি সাধুভাষা প্রয়োগ করেন মাত্র। কেতাবের ভাল মন্দ বিচার করা তাঁর ক্ষমতা আছে কি না, তা বলতে পারি না, ফলে তিনি কিছুই করেন না। "স্বদেশ দর্শন" কি লিখেছে তা দেখেছ। এই যে এখানে এক খানি মজুত আছে ; দেখি—(পাঠ) "মেয়ে মানুষের মাথায় টিকি নাটক, শ্রীকালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা যোগজীবন যন্ত্র। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। কালাচাঁদ বাবু কেন যে এ গ্রন্থ খানি লিখিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না ; এরূপ জঘন্য গ্রন্থ ভদ্রলোকের হাত দিয়া বাহির হওয়া কত দূর অন্যায় তাহা আমরা বলিতে পারি না। কত কত পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ হইতে চৌর্য্যবৃত্তি গুণে কত বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এরূপ গ্রন্থের সমালোচন করিতে হইলে আমাদেরও সময় নষ্ট হয়, পাঠক বর্গও বিরক্ত হন। সুতরাং আমারা চুপ করিয়া রহিলাম, নতুবা কালাচাঁদ বাবুকে দুই এক কথা শুনাইয়া দিতাম।" বেশ লিখেছে—আমি তখনই বারণ করেছিলাম।

কালা। ভাই ও কথার আন্দোলনে কাজ নাই। ভ্রম সকলেরই হতে পারে, কার না পা পিছুলে যায়!

রাম। এ প্রকার পা পেছ্লানো যে বড় অন্যায়। বারণ করায় তখন রাগ করেছিলে। তখন তো

দেখ্‌লে—আমরা তোমার ভালোর জন্যই বলে ছিলাম! তা যা হোক, এখন খান কতক বিক্রয়ের কি ?

কালা। তিন খানি তো গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করেছেন।

রাম। গবর্ণমেণ্ট এক মন্দ ক্রেতা নয়। যা ছাই ভষ্ম ছাপা হোক না কেন, তিন খানি গবর্ণমেণ্টের নিশ্চয়ই চাই। গবর্ণমেণ্ট কেতাব গুলি নিয়ে যদি ভাল মন্দ বিচার করে, জঘন্য গ্রন্থকারদের দমনের কোন উপায় করেন, তবে দেশের অনেক মঙ্গল হয়। তা যা হোক্ আর কিছু কি বিক্রয় হয়েছে।

কালা। মিছে—দুই এক খানি মাত্র।

রাম। নেহাত্‌ বাতিক গ্রস্ত লোকেই সে দুই এক খানি কিনে থাক্‌বে। য়াদের আল্‌মারী না সাজালে নয়, তাদেরই এ কর্ম্ম। তা এখন এ দিকের যা হয় তো হবে। ছাপার খরচা যোগাড় করে রেখ। সে জন্য যেন আবার অপমানিত হতে না হয়।

নসীরামের প্রবেশ।

নসী। কালাচাঁদ! অশুভক্ষণে নাটক লিখেছিলে।

রাম। আবার কি হয়েছে।

নসী। ভারত নাট্যশালার অধ্যক্ষ মহাশয় যে পত্র লিখেছেন, দেখ।

কালা। পড় দেখি।

নসী। বড় খারাপ। (পত্রপাঠ) "নসী বাবু! আপনার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ বাবুর প্রণীত 'মেয়ে মানুষের মাথায় টিকি' নাটক খানি পাঠ করিয়া দেখিলাম। উহা অভিনয়ের উপযোগী হয় নাই। ঐরূপ নাটক অভিনয়ে আমাদের পবিত্র নাট্যশালা কলঙ্কিত করিতে পারি না। নাটক প্রণেতাদিগের দৌরাত্ম্যে আর আমরা তিষ্ঠিতে পারি না। আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না বলিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম।"

রাম। একবারে মাটী করে দিয়েছে বল। কালাচাঁদ! এক গ্রন্থ লিখে বড় চলালে।

কালা। যাও আর তোমাদের কাটা ঘায় নুনের ছিটে দিতে হবে না। আমি করেছি, আমিই তার ভোগ ভুগ্‌বো।

রাম। ভুগ্‌তেই হবে। যা হোক্ থিয়েটর ওয়ালাদের বড় বিপদ। নাটুকে মহাশয়দের খুরে দণ্ডবাত। তাঁরা নাটক খানি ছাপিয়ে আগে গিয়ে থিয়েটরের অধ্যক্ষকে বিরক্ত করে মারেন। আর কাগজে বিজ্ঞাপন দেন, যে অমুক থিয়েটরে অভিনয় হবে। তা হলে তাঁদের কেতাবের গুণে কেতাব বিক্রী হবে না, থিয়েটরের নামে বিক্রী হবে। এ কেতাব না লিখ্‌লেই নয়।

কালা। তোমাদের জ্বালানী আর সয় না। আমার কথায় তোমাদের থাক্‌বার প্রয়োজন নাই।

রাম। তোমার কলঙ্ক, তোমার অপমান, এ সব দেখ্‌লে আমাদের অত্যন্ত কষ্ট হয়, সেই জন্যই বলি। রাগ কর, আর বল্‌বো না। চল—নসী বাবু—আমরা যাই।

নসী। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

কালা। সম্পাদক গুলো কোন কর্ম্মের নয়। ভাল মন্দে তাদের যায় আসে কি? আমি লিখেছি, ঘরের কড়ি দিয়ে ছাপিয়েছি—ভাল হোক্, মন্দ হোক্, সে তো আমারই আছে। দূর কর ছাই—আর ভাব্‌তে পারি না। এমন গুখুরি করেছি। আগে বুঝে চল্‌লে কখনই এমন মনস্তাপ পেতে হোতো না। উঃ——

কমলিনীর প্রবেশ।

কম। মুখ খানি ভার করে বসে আছ কেন বল দেখি?

কালা। ভাব্‌ছি যে কেন, তা আর তোমার কাছে কি বল্‌বো। কেতাব ছাপা হলো, কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে একখানিও বিক্রী হলো না। খবরের কাগজে খুব সুখ্যাতি লিখ্‌বে ভেবে ছিলাম, তাও কিছু হলো না। অভিনয় হবে আশা করেছিলাম, তাও হলো না। ছাপার টাকা দেবার সময়ও প্রায় হয়ে এলো।

কম। খবরের কাগজে কি খুব মন্দ লিখেছে?

কালা। এমন কিছু মন্দ নয়, তবে কি না, তোমার ভাল করুন, ঐ এক রকম কি লিখেছে। তুমিও যেমন, তারা তো আগা গোড়া পড়ে না, কতক লোকের মুখে শুনেও লেখে, কতক এ পাত, ও পাত, উল্‌টেই সারে। আর হয়েছে কি তা জানো,—যদি কোন নামওয়ালা বড় লোক কোন কেতাব লেখেন, সে কেতাব যদি ভালও না হয়, তবু লোকে কিছু বলে না, বরং গোঁড়া বেটারা বাহবা দিতে থাকে; কিন্তু যদি কোন নূতন লোক এক খানি অতি উত্তম কেতাব লেখেন, তবু লোকে গ্রাহ্য করে না। এখন সকলেই বড় লোকের লেজ ধরে চলে।

কম। তা আর এখন ভাব্‌লে কি হবে বল দেখি। ভেবে ভেবে কি শরীর পাত কত্যে হবে!

কালা। এখন যা ভাবনা, ছাপাখানার টাকার জন্য বৈ তো নয়।

কম। না বুঝে এক কাজ করেছ, তা আর হবে কি? টাকা তো দিতেই হবে। মার হাতে আর কিছুই নেই; আমার যা দুই এক খানি গহনা আছে, তাই না হয় বেচে দেব।

কালা। প্রিয়ে! তোমার গহনা আমি কি বলে বিক্রয় কর্‌বো?

কম। তায় ক্ষতি কি! আবার তুমি চাক্‌রী করে গহনা গড়িয়ে দেবে।

কালা। প্রিয়ে! তোমার গুণের সীমা নাই। যাও যাও—মা আস্‌ছেন।

[কমলের প্রস্থান।

কি বিপদেই পড়েছি। গ্রন্থ লেখা এমন দুষ্কর্ম্ম তা আগে জান্‌তেম না।

মাতার প্রবেশ।

মাতা। বাবা! সহরে না কি তোমার খুব নাম বেরিয়েছে? মতি এখনি বলে গেল।

কালা। (মুখ খিচিয়ে) বেরিয়েছে বৈ কি! উনি এখন পোড়াতে এলেন। (স্বগত) শেষে কি দেশ শুদ্ধ লোকে আমাকে পাগল কর্‌বে?

মাতা। সত্যি বল্ না বাবা কি হয়েছে?

কালা। (দাঁত খিচিয়ে) হয়েছে তোমার মাতা, আর আমার মুণ্ডু।

মাতা। ওমা আমার কি হবে? আমার কালাচাঁদ এমন হলো কেন?

কালা। (দাঁত খিচিয়ে) মর্‌বো বলে!

মাতা। ওমা আমার কি হবে? বালাই ষাট্— ষষ্ঠিদাস! শত্রুর মরণ হোক।

কালা। এখন তুমি যাও, আর তোমার পোড়াতে হবে না। আমি মরি আপনার জ্বালায়. উনি আবার—

মাতা। এমন কথা কি বল্‌তে আছে বাবা।

[প্রস্থান।

কালা। আর বাঁচি নে।

নেপথ্যে। গ্রন্থকার মহাশয় কি বাড়ীতে আছেন?

কালা। দূর হ বেটারা। যমের বাড়ী যা। দেশ শুদ্ধ জুটে আমায় এবার খ্যাপালে।

নেপথ্যে। লাট সাহেবের বাড়ী হতে নিমন্ত্রণ এসেছে গ্রন্থকার মহাশয়।

কালা। যমের বাড়ী থেকে তোদের নিমন্ত্রণ এসেছে,—ভূত পাষণ্ড বেটারা।

নেপথ্যে। ওগো গ্রন্থকার মহাশয়।

কালা। তোরা গ্রন্থকার, তোদের বাপ গ্রন্থকার, তোদের যে যেখানে আছে সেই গ্রন্থকার। রোস্—বেটারা পালাস্ নে। তোদের যমের বাড়ী পাঠাচ্চি।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রামকুমারের বৈটক খানা।

একখানি পত্র হস্তে রামকুমারের প্রবেশ।

রাম। কালাচাঁদ পত্রে কি লিখেছে দেখা যাক্। (পত্রপাঠ) "ভাই রামকুমার! তোমরা সে দিন আমার

উপর রাগ করে উঠে গেলে। আমার উপর তোমাদের রাগ খাটে না। আমি নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করেছি—আমাকে ক্ষমা করিবে। লোকে আমাকে যে প্রকার তামাসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে দিনমানে ঘরের বাহির হইতে সাহস হয় না। সন্ধ্যার পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। ইতি।” লোক জনে ঠাট্টা কত্যে আরম্ভ করেছে! ভদ্রলোকের ছেলে না বুঝে এক কাজ করেছে—তার এখন হবে কি?

নসীরামের প্রবেশ।

কি হে নসী খবর কি?

নসী। খবর বেশ। গ্রন্থকারদের গুণ তো আজ কাল হাটে বাজারে প্রচার হয়েছে, তা জান্‌তে কষ্ট পেতে হয় না। এডিটরদের জ্বালাতেও অস্থির হওয়া গিয়াছে!

রাম। সংবাদ পত্রের মহাত্মারা!

নসী। তাঁদের তো কথাই নাই। প্রাচীন গ্রন্থ যাঁরা এডিট করে বার করেন, তাঁদের কথাই বল্‌ছি। এই দেখ এক খানি গ্রন্থ এনেছি। (গ্রন্থ প্রদান)

রাম। একি হে! (গ্রন্থের উপর পত্র পাঠ) “সুধাসংগ্রহপদ্ধতি, শ্রীমৎ যোগানন্দ খটমটাচার্য্য প্রণীত, ও বি. এ. ইত্যভিধেয় লাঙ্গুল বিশিষ্ট শ্রীঅঞ্জনানন্দন বক্রেশ্বর কর্ত্তৃক সংশোধিত।” (পুস্তক উদ্‌ঘাটন) এ কি কেবলই ভুল যে!

নসী। ভুলের কথা আর কও কেন? মাঝে মাঝে কমা, দাঁড়ি, কাস্তে (?) চিহ্ন, তীলক (!) চিহ্ন, এর নাম সংশোধিত। পৃথিবী রসাতল যাবে, এসব কুলাঙ্গারের ভার পৃথিবীর পক্ষে নিতান্ত অসহনীয় হয়েছে।

রাম। ইনি বুঝি বি. এ.।

নসী। ও বি. এর অর্থ বেকুব অকালকুষ্মাণ্ড।

রাম। তা ঠিক বলেছ।

নসী। তোমার পাড়ায় কালী ঘোষের বাড়ী আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে—শীঘ্র সেরে আসি।

[প্রস্থান।

রাম। (স্বগত) নসী আচ্ছা লোক।

পদ্মলোচন বাবুর প্রবেশ।

কি মহাশয়! পরম সৌভাগ্য দেখ্‌ছি। কবে আসা হয়েছে?

পদ্ম। অদ্য প্রাতঃকালে।

রাম। মহাশয়ের প্রমোশন হয়েছে শুনে বড় সন্তুষ্ট হয়েছি।

পদ্ম। না মহাশয়, প্রমোশনের রিপোর্ট হয়েছে মাত্র। এখনো মঞ্জুর হয় নাই। আজও সেই একশত টাকায় খাটিয়ে নিচ্যে।

রাম। আপনার এত খরচ, একশত টাকায় পোসায় কেমন করে?

পদ্ম। ভিতর বাটা, বার বাটা কিছু আছে। বার-বরদারীতে কিছু থাকে। আর আমার দুখানি কেতাব স্কুলে খুব চলে, শুদ্ধু তাতেই প্রায় মাসে আড়াই শ, তিন শ টাকা হয়।

রাম। আপনাদের কেতাব স্কুলে চালাতে কোন কষ্ট পেতে হয় না?

পদ্ম। আমাদের আবার কষ্ট কি! প্রথমতঃ স্কুল মাষ্টারেরা বিবেচনা করে ডেপুটী বাবুর কেতাব ধরাতে পাল্যেই তাঁর প্রিয় পাত্র হওয়া যাবে। দ্বিতীয়তঃ ইন্সপেক্টর সাহেবেরা বিবেচনা করেন, ডেপুটী দিগের কেতাবই অধিক পরিমাণে চলা উচিত, কারণ ছেলেদের কি প্রকার পুস্তকের প্রয়োজন, তা তাঁরাই বেশ বুঝ্তে পারেন। আর বিশেষতঃ—আমরা যে কেতাবের জন্য হুকুম দিব, তা ভিন্ন অন্য কেতাব ধরায় কার সাধ্য!

রাম। আপনার যে বিষয়ক গ্রন্থ, সে বিষয়ক কি অন্য ভাল গ্রন্থ নাই?

পদ্ম। থাকুবে না কেন? চলে কৈ!

কম। এমন!

পদ্ম। তবে আর আমাদের ক্ষমতা কি?

নসীর প্রবেশ।

রাম। এর মধ্যেই কাজ হলো।

নসী। দেখা পেলাম্ না। (পদ্মলোচনের প্রতি) একি মহাশয় কতক্ষণ ? চিন্তে পারেন ?

পদ্ম। কোথায় দেখে থাকবো বোধ হয়। ঠিক মনে পড়ছে না।

নসী। তা মনে পড়বে কেন ? আপনারা বড় লোক !

পদ্ম। এত লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, সকলকে কি চিনে রাখা যায় ?

নসী। তবে মনে করে দেই। এক দিন আপনার আটচালার বারান্দায় আলাপ হয়েছিল। তখন আপনি যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায় উচ্চ আসনে বসে গা দোলাচ্ছিলেন।

পদ্ম। মহাশয় এত ঠাট্টা কেন ?

নসী। ঠাট্টা নয় সত্য কথা।

রাম। নসী বাবু—চেপে যাও।

নসী। সম্মুখে শীকার রেখে চুপ করে থাকা যায় ?

রাম। পদ্মলোচন বাবু! নসী বাবুর খান দুই কেতাব আছে, তা চালাতে পারেন ?

নসী। তা পাত্যেন,—তোমার কোন অনুরোধ কত্যে হতো না। যদি আমি ওঁর সসম্পর্কীয় লোক হতে পাত্যেম।

পদ্ম। মহাশয় যে বড় শক্ত শক্ত কথা বল্‌চেন ?

নসী। ভয় কি !

রাম। ওহে নসী বাবু কর কি ? ভদ্র লোক বাড়ীতে এসেছেন, সাম্‌লে যাও।

নসী। তুমি এমন লোককে আস্‌তে দেও কেন ? তোমার ভারি অন্যায় !

পদ্ম। মহাশয় ! যা মুখে আস্‌ছে তাই বল্‌ছেন। আমাকে কি চেনেন না !

নসী। আপনাকে চিন্‌বো না, এও কখনো হতে পারে ! যেমন পেয়াদার সদ্দার নাজির, তেম্‌নি গুরু-মহাশয়ের সদ্দার ডেপুটী বাবু।

পদ্ম। আমি আপনাকে বিলক্ষণ জব্দ কত্তো পারি।

নসী। আপনার অধীনে যখন গুরুমহাশয় গিরি কর্ম্ম কর্‌বো, সেই সময় আপনি আমাকে জব্দ কর্‌বার চেষ্টা কব্‌বেন। এখন শূন্য চীৎকারে প্রয়োজন নাই।

পদ্ম। আপনি আমাকে আজ ভারি অপমান কল্যেন, আমি আপনার নামে লাইবেল কর্‌বো !

নসী। অনায়াসে। দুই টাকা, কি ন সিকে জরিমানা দিয়ে আস্‌বো।

পদ্ম। আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি।

[দ্রুত বেগে প্রস্থান।

নসী। (পশ্চাৎ দ্রুতবেগে যাইতে যাইতে) ধর্ ধর্ বদমায়েস্ পালায় রে, ধর ধর—

[প্রস্থান।

রাম। ছিঃ ছিঃ—কাজটী বড় মন্দ হয়ে গেল। এখন উঠি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

একখানি গেজেট হস্তে নসী বাবুর প্রবেশ।

নসী। এ খবরটী তো মন্দ নয়। যা চিরদিন আমরা ইচ্ছা করে আস্‌ছি, তাই হয়েছে। ঝুটা গ্রন্থকার গুলো এই বার জব্দ হয়ে যাবে।

রামশঙ্করের প্রবেশ।

রাম। হাতে কি হে নসী বাবু।

নসী। গেজেট। একটী বড় সুসংবাদ আছে। পুলিশের একটী নূতন শাখা খুলেছে। ভাল মন্দ গ্রন্থের তথায় বিচার হবে। নকল নবিস আর লিটেরেরী থিফ্ দের সেখানে সাজা হবে।

রাম। পূর্ব্বে যাঁরা কেতাব লিখেছেন, তাঁদের কি হবে?

নসী। সকলকেই টান্‌বে, কেবল মৃত গ্রন্থকারেরা বেঁচে যাবেন।

রাম। তবে তাঁরা মরে বেঁচেছেন।

নসী। তা নয় তো কি? বেঁচে থাকলেই ছয় মাস ফাঁশী হতো।

রাম। দেখা যাক্—কালাচাঁদ ভায়ার কি হয়!

নসী। প্রথম বার আর কি হবে? সাবধান করে দেবে, এই পর্য্যন্ত।

রাম। তুমি যে সে দিন পদ্মলোচন বাবুর সঙ্গে বিবাদ কল্যে, সে কি ভাল কাজ হয়েছে?

নসী। মন্দই কি হয়েছে! তুমি ওকে চেনো না। চিন্‌লে কখনই বাড়ী আস্‌তে দিতে না।

রাম। এমন?

নসী। এমন কি,—যৎপরোনাস্তি।

রাম। তথাপি এত অপমান করা ভাল হয় নাই। বিশেষতঃ আমার বাড়ীতে এমন কাজ হওয়া অন্যায় হয়েছে।

নসী। তোমার বাড়ী বলেই বেঁচে গিয়েছে; নতুবা ওর যে দুর্গতি হতো, তা ভগবানই জানেন। তোমায় আর অধিক কি বল্‌বো, তুমি শুনে চমৎকৃত হবে। এক জন গরিব ছা পোষা স্কুল পণ্ডিত কোন রকম কায়

ক্লেশে দিনপাত করে এক খানি কেতাব ছাপিয়েছিল। পদ্মলোচন বাবুর কেতাব যে বিষয়ের, সেখানি সেই রকম বটে, কিন্তু নকল কি চুরি ছিল না। সে কেতাব খানি ছেলেদের ভারি উপকারী হয়েছিল। বাবু রেগে টং; পণ্ডিতকে তলপ দিয়ে আন্‌লেন, এনে ধম্‌কালেন। বল্যেন চাকরী যাবে, আর তোমাকে পুলিশে দেব। পণ্ডিত মহা ব্যতিব্যস্তে পড়ে হাতে পায় ধরে কাঁদা-কাটী কত্যে লাগ্‌লো। কিছুতেই বাবু ক্ষান্ত হলেন না, শেষে বল্যেন, ছাপার খরচ আমি কিছু ধরে দেব, তুমি কেতাবগুলি পুড়িয়ে ফেল। বেচারা কি করে! চাকরী যায়, জেল খাট্‌তে হয়। সত্য সত্যই সব কেতাব গুলি একত্র করে পুড়িয়ে ফেল্লে। কিন্তু বাবু তাকে কিছুই দিলেন না, তারও আর চাইতে সাহস হলো না।

রাম। কি সর্ব্বনাশ! ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু মাত্র জ্ঞান নাই! আমি এতো জান্‌তাম না। এমন পদস্থ লোকের এমন নীচ প্রবৃত্তি! তবে আর লেখা পড়ার গুণ কি? পদের গৌরব কোথা?

নসী। একটী কথা বল্‌তে ভুল হয়েছে। কালাচাঁদের নামে শমন বার হয়েছে।

রাম। কিসের?

নসী। ছাপার দেনার।

রাম। তবে যে সে দিন বল্যে টাকার যোগাড় করেছি—সব মিথ্যা কথা। বাস্তবিক যদি তার টাকার

যোগাড় না হয়ে থাকে, তবে সাহায্য কত্তে হবে। চল যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

পুলিস।

বিচারক, গবর্ণমেণ্ট উকীল, কতিপয় গ্রন্থকার ও দর্শকগণ, আড়দালী ইত্যাদি প্রবেশ।

আড়্। চুপ্ চুপ্ আস্তে।

বিচা। আসামী লোক সব হাজির করো।

গ-উ। প্রথম আসামী ঘনেশ্যাম তর্কালঙ্কার।

আড়। গণেশ কেলেঙ্কার হাজির! গণেশ কেলেঙ্কার হাজির!

গ-উ। গণেশ কেলেঙ্কার নয়—ঘনশ্যাম তর্কালঙ্কার।

ঘন। আমি হাজির আছি।

বিচা। টোম কাঁহা ঠা উল্লূক!

ঘন। হুজুর আমি এখানেই আছি—আড়দালীর কথা বুঝ্‌তে পারি নাই।

গ-উ। আপনার কি কি গ্রন্থ আছে?

ঘন। পদার্থতত্ত্বসার, ভোমাসুন্দরী, ভাষাবিচার আর ইতিহাস।

গ-উ। ভাষাবিচার গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে আপনি লিখেচেন—যে এরূপ গ্রন্থ এই প্রথম। আর আপনি পূর্ব্ববর্ত্তী কোন গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করেন নাই। এমন কর্‌লেন কেন?

ঘন। আমি তো কোন গ্রন্থ হতে কিছু গ্রহণ করি নাই।

বিচা। টুমি চুরি করিয়েছে না, টবে কি হামি শালা চুরি করিয়েছে!

গ-উ। আর আপনার ইতিহাস লেখার উদ্দেশ্য কি? ইতিহাস তো অনেক আছে। আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক—ইতিহাস লিখ্‌তে যাওয়ায় আপনার অনধিকার চর্চ্চা হয়েছে। এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে আপনার আত্মীয় লোক অনেক আছেন, গ্রন্থ খুব প্রচলিত হবে, এই ভরসায় আপনি দেশের ইতিহাস হতে নকল করে এক খানি নূতন ইতিহাস ছাপিয়েছেন।

ঘন। দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমি কিছু জানি না।

বিচা। হামি টোমাকে খুব সাজা ডেবে। পেয়াদা! উস্‌কো টিকি পাথড়্‌কে বিশ দফে ইটার উটার ঘুমায়কে ছোড় ডেও।

ঘন। দোহাই ধর্ম্মাবতার!

বিচা। চিল্লাও মৎ।

আড়। আওবে। (টিকি ধরিয়া তথাকরণ)

[ঘনের প্রস্থান।

গ-উ। দুয়ের নম্বর আসামী মৃতুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

আড়। মিতুয়া বিদ্যা—কেয়া!

গ-উ। দুর ব্যাটা। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

মৃত্যু। হুজুর! আমি হাজির আছি।

গ-উ। আপনি কি গ্রন্থ লিখেছেন?

মৃত্যু। ব্যাকরণ।

গ-উ। ব্যাকরণ লিখিবার কি প্রয়োজন ছিল?

মৃত্যু। বালকদের জন্য ভাল ব্যাকরণ নাই—সেই জন্যই লিখেছি।

গ-উ। এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে আপনার একটু জুত আছে। সেই জন্যই ব্যাকরণ লেখা হয়েছে। অন্যান্য ব্যাকরণে যা আছে, আপনার ব্যাকরণে তদপেক্ষা কিছুই নূতন নাই। আপনারা লেখা পড়া শিক্ষা করেছেন—এমন নীচ প্রবৃত্তি কেন? পরের জীবিকার উপর হস্তারক হওয়ার চেষ্টা কেন?

মৃত্যু। ধর্ম্মাবতার!

বিচা। হামি কিছু শুন্‌বে না। পেয়াদা শিরমে দশ থাপ্‌পেড় লাগাও, আউর নাক কান মলো।

আড়। যো হুকুম। (তথাকরণ)

মৃত্যু। ও বাবা যাই যে।

[প্রস্থান।

গ-উ। তিনের নম্বর আসামী অনুমান ঘোষ।

আড়। হনুমান ঘোষ।

গ-উ। নেই নেই উল্লুক অনুমান ঘোষ।

অনু। হুজুর—হাজির।

বিচা। খুব নকল করে কাব্য লিখেছ।

অনু। হুজুর আমি নকল করি নাই।

বিচা। হামি শুন্‌বে না। আড়দালী ওসকো কান পাখড়কে বিশ দফে উঠাও আউর বৈটাও।

আড়। (কান ধরিয়া বিশবার ওঠবস করণ)

অনু। আড়দালী আল্‌গা দিও ভাই।

আড়। এই যে দেই। (সজোরে)

অনু। গেলাম—গেলাম।

[প্রস্থান।

গ-উ। চার নম্বর আসামী মতি গোস্বামী।

আড়। মতি ঘোষাণী হাজির।

গ-উ। ঘোষাণী নেই—গোস্বামী।

মতি। গোলাম হাজির।

গ-উ। চুরি করে ভূগোল লিখেছেন।

মতি। দোহাই ধর্ম্মাবতার!

বিচা। শালা লোক সব হামাকে বড় ডেক করি-

য়েছে। হামি কিছু শুন্‌বে না। পেয়াদা! পিঠকা তরফ উসকো হাত বাঁধো, লক্‌ড়ীকা গুতা লাগাও, আউর উসকো গাধাকা মাফিক চিল্লানে কহ।

আড়। (হস্ত বন্ধন ও লাটীর গুতা)

মতি। (গাধার ন্যায় চীৎকার)

বিচা। ছোড় দেও।

[মতি প্রস্থান।

গ-উ। কালাচাঁদকে বোলাও।

কালা। হুজুর হাজির আছি।

বিচা। এমন কেটাব টোমাকে কে লিখিটে বলিয়েছে শূয়ার!

কালা। আমি না বুঝে এমন কর্ম্ম করেছি। আর কখনো হবে না।

বিচা। যা হইয়েছে, টার জন্যে কি হামি শালা জেল খাটবে।

কালা। ধর্ম্মাবতার! নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করেছি, এক্ষণে আপনি মা বাপ।

বিচা। বাবা বলিলে কি হামি ছাড়্‌তে পারে। শুনো আড়দালী! উস্‌কো শিরমে ডন্‌স্‌ ক্যাপ লাগাও, এক গালমে কালী, দুসরা গালমে চূনা লাগাও; দোনো কান পাখড়কে ইধার উধার ঘুমাও।

আড়। (তথাকরণ)

কালা। আঃ কি কষ্ট! কেন এমন দুষ্কর্ম্ম করেছিলেম। শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর কথা শুনি নাই—তার এই ফল। আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য গ্রন্থকারগণ! আমার অবস্থা দেখেও কি আপনাদের চৈতন্য হবে না? আমার ন্যায় বিদ্যাশূন্য,—কল্পনাশক্তিশূন্য—রচনাশক্তি শূন্য ব্যক্তিরা যেন গ্রন্থকার হতে ব্যগ্র না হন। গ্রন্থকার হওয়ার সাধ এখন আমার বিধিমত প্রকারে মিট্‌লো। যাঁদের এখনো মেটে নাই, তাঁরা আমার অবস্থা দেখে ক্ষান্ত হলে মঙ্গল। আমার এখন বেশ জ্ঞান চৈতন্য হয়েছে। কানমলার চোটে দিব্য উপদেশ দেবার ক্ষমতা জন্মেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে যে আমি উপদেশ অবহেলা করেছিলাম, এখন সেই আমি সকলকে উপদেশ দিতেছি। আমার অবস্থা দেখে যদি সকলের চৈতন্য হয়, তবেই দেশের মঙ্গল। আমার মত গ্রন্থকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হলেই সর্ব্বনাশ।

অভিলাষ ছিল বড় হতে গ্রন্থকার।
এখন কানের টানে দেখি অন্ধকার॥
নাটকের শেষ অঙ্ক সমাপিত হলো।
মিটেছে আমার সাধ হরি হরি বলো।

যবনিকা পতন।

গ্রন্থ সমাপ্ত।